Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501075 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Origin and Evolution of the Word 'Bhumika': In the Context of Gender Identity and Social Identity
'ভূমিকা' শব্দের উৎপত্তি ও বিবর্তন: লিঙ্গপরিচয় ও সামাজিক পরিচয়ের প্রেক্ষিতে

Gopinath Das
Researcher
Bengali Department
Kazi Nazrul University

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 27th May 2026

Abstract:
In every language, many commonly used words carry within them a long and implicit history of origin and Evolution. It is not always the case that only the etymological meaning of a word becomes widely prevalent; in many instances, the original etymological sense gradually becomes less common, while another meaning gains wider acceptance and usage. In this process of semantic change, the role of the speech community is highly significant. A similar tendency may be observed in the Bengali word 'Bhumika' (ভূমিকা). According to its etymology, the word could have meant 'female owner of land'; however, instead of being used in that sense, it has become well known in Bengali in meanings such as 'preface', 'introduction', or 'dramatic role/disguise'. An analysis of the historical evolution of the word not only reveals the trajectory of its semantic transformation but also reflects certain aspects of the Bengali as well as the Indian social structure.

Key Words:
Bhumi, Bhumik, Bhumika, word, etymology, meaning, Bengali language, dictionary.

মূল প্রবন্ধ

বাংলা ভাষায় একটি বহুপ্রচলিত শব্দ হলো 'ভূমিকা'। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে এই শব্দের নিকটস্থ 'ভূমিকা' শব্দটির ব্যবহার বাংলা ভাষায় খুব বেশি নেই। এই দুটি শব্দই যে শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, সেই 'ভূমি' শব্দটিও বাংলা তথা সংস্কৃত ভাষায় একটি বহুপ্রচলিত শব্দ। 'ভূমিকা' শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিধানকারগণ ভূমিকা শব্দের যেসব অর্থের সন্ধান দিয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োগ-সহ উল্লেখ করা হলো —

১. মুখবন্ধ — আমার প্রবন্ধের ভূমিকা অংশটা পড়বে।

২. গুরুত্ব — এই সৎকাজে তোমার কোনো ভূমিকা নেই।

৩. অবস্থান — 'তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।' (রবীন্দ্রনাথ)

৪. দূরবর্তী ধ্বনি — 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা ।' (রবীন্দ্রনাথ)

© Santiniketan Sahityapath

৫. দায়িত্ব — এই মহৎ কাজে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

৬. নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর বেশধারণ — যাত্রাপালায় কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুদীপবাবু।

ওপরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভূমিকা শব্দটি যে সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা তার স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পরিবর্ত রূপ। শব্দটির স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘ভূমি’ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ওপরের উদাহরণগুলিতে কোনো ক্ষেত্রেই তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। বাংলা তথা যে-কোনো শব্দের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়। কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে সরে এসে অন্য অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শব্দগুলির বিবর্তনের একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস থাকে। ‘ভূমিকা’ শব্দটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’এ ভূমিকা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে, ‘ভূমি + ক (কন) স্বার্থে + স্ত্রী আ টাপ’।[১] এই অভিধানে স্ত্রী লিঙ্গাসূচক ‘আ’ বাদ দিয়ে ভূমিক শব্দের এই পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেওয়া হয় নি। তবে ভূমিকা শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘ভূসম্পত্তিশালী’ ও ‘ভুঞা’, আরো স্পষ্ট ভাষায় ভূমির ‘অধিকারী’। শব্দটির ব্যুৎপত্তি হতে পারে ভূমি + ক (কন)। অর্থগত দিক থেকে ঠিক যেমন ঢোলের অধিকারী অর্থে ঢোলক, যে চড়ে সে চড়ক। ‘ভূমিক’ শব্দের আর একভাবে ব্যুৎপত্তি করা যেতে পারে — ভূমি + ইক। বাংলা ভাষায় প্রচলিত ‘ইক’ যুক্ত কয়েকটি শব্দ হলো — ভৌমিক, দ্বারিক, ধনিক, বণিক ইত্যাদি। ‘ভূমি’ শব্দটির একটি বহুপ্রচলিত প্রতিশব্দ হলো ‘জমি’। ‘জমি’ শব্দটি আরবি থেকে আগত। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের যুগে আরবি ‘জমি’ শব্দের সঙ্গে ফারসি ‘দার’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘জমিদার’ শব্দের প্রচলন হয়েছিল। এর অর্থ ছিল — জমির বিশেষ ধরনের অধিকারী। বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের পূর্বে ‘জমির মালিক’ বা ‘ভূসম্পত্তিশালী’ অর্থে ‘ভূমিক’ শব্দটির প্রচলন থাকতে পারে। সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় এই শব্দটির বহুপ্রচলন না থাকলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে ‘ভূমিক’ শব্দটি ‘ভুঁইঞা’ ও ‘ভৌমিক’ শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও বারিদবরণ ঘোষ তাঁর ‘বারো ভুঁইয়ার ইতিকথা’ গ্রন্থে লিখেছেন — ‘চৈতন্য চরিতামৃতে ‘ভূমিকা’ শব্দের পরেই একার্থে ‘ভুঞ্যা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।’[২] কিন্তু ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে এই অর্থে ‘ভূমিকা’ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না, দেখা যায় ‘ভূমিক’ অর্থে। মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে গৌড়ের বন্দিশালায় বন্দি সনাতন গোস্বামী তাঁর ভাই রূপ গোস্বামীর পত্র পেয়ে বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে কারারক্ষককে সাত সহস্র মুদ্রা উপঢৌকন দিয়ে কারামুক্তি লাভ করে। কারামুক্তির পর গঙ্গা পার হয়ে আত্মগোপন করে গমনের সুবিধার্থে সদর রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ি পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এক ‘ভূমিক’এর সাহায্য প্রার্থনা করেন —

তথা এক ভূমিক হয় তাঁর ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার করো আমায় মিনতি করিলা।।[৩]

উল্লিখিত ‘ভূমিক’ই সনাতন গোস্বামীকে তাঁর ভগিনীপতি শ্রীকান্ত সেনের বাড়িতে পৌঁছে দেন। ‘ভূমিক’ বলতে এখানে প্রতিপত্তিশালী জমিদারের কথা বলা হয়েছে। নইলে সনাতন গোস্বামীকে পার করে দেওয়ার মতো দুঃসাহসী কাজে তিনি রাজি হতেন না।

‘ভূমি’ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হতো। ‘শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে ‘ভূমি’ শব্দ যে অতীতেও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো, তার উল্লেখ আছে। আসলে ভূমি বা মাটি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ‘ভূমি’তেই মানব সভ্যতার বিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক কৃষিকাজের জন্ম হয়। মূলত সেই কৃষিজমি দখলের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন মহাকাব্যে বর্ণিত যুদ্ধও অনেকক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল কৃষিজমির দখলকে কেন্দ্র করে। ভূমি যেহেতু কৃষিকাজের নিয়ামক, তাই ভূমিকে একইসঙ্গে দেবী হিসেবেও কল্পনা করা হতে থাকে, “অথর্ববেদে কৃষিকর্মের নিবিড় রূপের কথা তুলে ধরে (১।৬।৪, ১৯।২।২) কর্ষণযোগ্য ভূমিকে নারীর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে: গভীর কর্ষিত ভূমির রূপ ধরে এসেছে এই নারী (১৪।২।১৪)।”[৪] অধিক ফলনের আশায় ভূমিদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ অপরিণত মস্তিষ্কে কিছু সন্তুষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের সূচনা করে, মানুষের অপরিণত মস্তিষ্কের এই সমস্ত কার্যাবলি জেমস ফ্রেজার-এর ‘গোল্ডেন বাউ’ গ্রন্থে জাদুবিশ্বাস নাম অভিহিত হয়েছে।[৫] জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য অনাবাদী ভূমিকে আবাদি করার পরিকল্পনা শুরু হয়। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন পরিসরে

© Santiniketan Sahityapath

'ভূমি' বা মাটির একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়ে যায়। শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ গ্রন্থে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত অর্থে 'ভূমি' শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত 'ভূমি' শব্দের ব্যাপকতা ও 'ভূমি' সম্পর্কে সেই সময়ের গ্রন্থকার ও তার পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির ধ্যানধারণার পরিচয় প্রদান করে। যেমন প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ভূমিদান ও ভূমিহরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে —

সকল প্রকার দান অপেক্ষা ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, যিনি ভূমিদান বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তদুভয়েরই স্বর্গলোকে গতি হয়। (পাদ্মোত্তরখ-৪৯ অ)

যিনি অঙ্গুষ্টমাত্র ভূমিদান করেন, তিনি পৃথিবীপতি হন। এই জগতীতলে ভূমিদানের তুল্য দান নাই। এইজন্য অল্প বা বহু যেরূপ হউক না কেন, ভূমিদান স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়ক। ভূমিদানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ভূমিদানে যেরূপ পুণ্য, ভূমিহরণেও সেইরূপ পাপ। যিনি ভূমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিষ্ঠা-কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত অবস্থান করেন। দত্তভূমি যিনি রক্ষা করেন, তাঁহার দাতা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ভূমি হরণে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে বাস হইয়া থাকে। অতএব ভূমিহরণ কখন বিধেয় নহে। (মহাভারত)[৬]

এই সমস্ত গ্রন্থের যুগে ভূমির অধিকার সাধারণ মানুষের হাত থেকে রাজা বা ভূস্বামীদের হাতে চলে গিয়েছিল। সমাজে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। সেই জন্যেই ভূমিহরণের ওপর ফতোয়া জারি করতে হয়েছিল। অপরদিকে ভূমির চাহিদাহেতু আধিপত্যকারী শ্রেণি ভূমিদান বিষয়ে পুণ্যের বাণী প্রচার করে নিজেদের অধিকারে জমির পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে। ভূমিদানের ক্ষেত্রে যে কৃষি-ভূমির স্থানই অধিক ছিল। অতীতে বাংলার ভূমিদান বিষয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় কিছু প্রমাণ দিয়েছেন — কোনো কোনো স্থানে ভূমি দান বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদোপজীবিদের, ব্রাহ্মণদের এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের দান বিক্রয়ের ব্যাপারেও বিজ্ঞাপিত করিতে হইতো।"[৭] এ প্রসঙ্গে তিনি খলিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিসূত্র উদ্ধৃত করেছেন। ভূমির ওপর আধিপত্যকারী শ্রেণির আধিপত্য বজায় রাখতে 'বিশ্বকর্মাপ্রকাশ'এ লিখিত হয়েছে, 'সদগন্ধযুক্ত মাটিই ব্রাহ্মণ, শোণিতগন্ধ যুক্ত জমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশ্য, মদগন্ধযুক্ত হইলে তাহা শূদ্র।'[৮]

সমাজে ভূমির এই ব্যাপকতার জন্য 'ভূমি' শব্দটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হতো। ভূমি শব্দের এক অর্থ ছিল যোগীদের মনের অবস্থা। বিশ্বকোষ গ্রন্থে মধুসূদনসরস্বতীর গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে —

প্রথমে সবিকল্প সমাধি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক নির্বিকল্প সমাধি হয়। প্রথমে ব্যুত্থান, দ্বিতীয়ে পরবোধিত এবং তৃতীয়ে সর্ব্বদা তন্ময়তা হয়। ইহাই যোগীদিগের ত্রিভূমিক অবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণামের নাম পর-বোধিত, এই দুইটা অভিভূত হইলে তন্ময়তারূপ নির্বিকল্প সমাধি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে — "তিষ্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।" সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এইরূপ যে, যোগী প্রথমতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে উঠিতে হইলে নিম্নসোপানগুলি এক এক করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে উপরিদেশে উঠিতে হয়, তদ্রূপ। স্থুল আলম্বন জয় করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে মনঃসমাধি করিতে হয়।[৯]

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থাকেও 'পঞ্চভূমি' বলা হয়। (পাতঞ্জলদর্শন)।[১০] বাংলা ভাষাতেও 'ভূমি'কে মনের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে 'মনোভূমি' বা 'চিত্তভূমি' শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এই মনোভূমির কর্ষণ অর্থেই সাধক কবি রামপ্রসাদ লিখেছিলেন, 'এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।'[১১] রামপ্রসাদের সময়ে আরবি-ফারসি শব্দের আগমনহেতু 'জমিন' বা 'জমি' শব্দটি বহুপ্রচলিত হয়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ভূমির চাষ আর মনোভূমির চাষকে একার্থে প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বও উঠে পড়ে লেগেছিলেন বলেই সম্ভবত বাংলা ভাষায় 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যবহার

© Santiniketan Sahityapath

ক্রমশ বন্ধ হয়ে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি বহুপ্রচলিত হয়েছে।[১২] কিন্তু শব্দটি যে ইংরেজি শব্দ ‘কালচার’ শব্দের সমার্থক রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়, সেই কালচার শব্দটিও জার্মান ‘কুলতুর’ শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ — চাষ করা।

প্রাচীনকালে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত কিছু পুংলিঙ্গাত্মক শব্দের অস্তিত্ব পাওয়ায় গেলেও স্ত্রীলিঙ্গাত্মক কোনো শব্দ সেভাবে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গাত্মক শব্দ বর্তমানে প্রচলিত, সেগুলি কোনো না কোনো পুংলিঙ্গাত্মক শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক রূপ। যেমন কৃষক > কৃষানি। সমাজে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে মাতৃতান্ত্রিক যুগে কৃষিকাজের প্রচলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি বলে সে সময় জমির মালিকানাও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই হেতু সেইসময় জমির মালিকানাসূচক কোনো শব্দও সেভাবে প্রচলিত হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। ঋগ্বেদের যুগে কৃষকদের হাতেই জমির মালিকানা ছিল বলে গবেষকদের ধারণা। তবে শুধুমাত্র পুরুষরাই জমির মালিকানা পেতেন। বিশিষ্ট সমালোচক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে লিখেছেন — ওই আমলে অস্থাবর সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল ছিল, পিতার সম্পত্তি পুত্রদের ওপর বর্তাত, কন্যাদের তাতে কোনও অধিকার থাকত না (৩ ।৩১ ।২)। একটি ঋকে (২ ।১৭ ।৭) পিতৃগৃহে অবস্থিত অনূঢ়া কন্যাকে বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইতে দেখা গেছে। এসব থেকে নিশ্চিত রূপেই বলা যায় যে, চাষিরাই জমির মালিক ছিল। আর যুগের প্রথানুযায়ী এই জমি ভাইদের মধ্যেই বন্টিত হত।[১৩]

অন্যান্য বহু শাস্ত্রেই সম্পত্তির ওপর নারীর অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ গ্রন্থে বহু প্রাচীন গ্রন্থ থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, “মনু স্ত্রীধনের একটা ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করেছেন — ২০০০ পণ পর্যন্ত। কিন্তু ভূমি বা গৃহ স্ত্রীধন হতে পারে না।”[১৪] ভূমির অধিকারী হিসেবে ব্যক্তি-অধিকারের পরবর্তীকালে রাজাধিকার, সামন্তাধিকার খর্ব হয়ে বর্তমানে বেশিরভাগ রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজেও জমি তথা সম্পত্তির ওপর নারীদের অধিকার যে সর্বাংশে সমানভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেকথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। অতীতে এমনকি বর্তমানেও ভূমির ওপর নারীর অধিকার সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই ভূমির অধিকারী অর্থে ‘ভূমিক’ শব্দটির অল্পবিস্তর ব্যবহার থাকলেও ভূমির অধিকারিণী অর্থে ‘ভূমিকা’ শব্দটি প্রচলিত হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু ভূমিকা শব্দটি যে অন্য কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার পেছনেও ‘ভূমি’ শব্দের ব্যাপকতার একটা প্রভাব আছে। ‘ভূমিকা’ শব্দের একটা অন্যতম বহুপ্রচলিত অর্থ হলো ‘সূচনা’, বা ‘মুখবন্ধ’। এই অর্থের পেছনে ‘পাতঞ্জল’ দর্শনে উল্লিখিত — “তিষ্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ”এর একটা প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ‘বিশ্বকোষ’ অনুযায়ী, “সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্তব্য।”[১৫] এইরূপ কোনো কিছুর সূচনা স্তর এর সঙ্গে সাদৃশ্যবশতই ‘ভূমিকা’ শব্দটি ‘সূচনা’, ‘মুখবন্ধ’, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এই অর্থ ছাড়া ভূমিকা শব্দটি অন্য যে সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কয়েকটি (অবস্থান, গুরুত্ব) এই মূল অর্থে থেকেই প্রসারিত হয়েছে বলেই বিবেচ্য। ‘নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর বেশধারণ’ অর্থটি ভূমি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ চিত্তের বিশেষ অবস্থার প্রসারিত রূপ।

‘ভূমিকা’ শব্দ ও এই শব্দের সঙ্গে জড়িত ‘ভূমি’, ‘ভূমিক’ শব্দদুটির ব্যবহার ও ব্যবহারিক বিবর্তন বাংলা তথা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিচয় দেয়। এই তিনটি শব্দের ব্যবহারিক বিবর্তন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ‘ভূমি’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হলেও উভলিঙ্গাত্মক শব্দ হিসেবে শব্দটির অজস্র ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়। ‘ভূমি’ শব্দটি পদরূপে অন্য পদের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে গঠিত ‘ভূমিকম্প’, ‘ভূমিকদম্ব’, ‘ভূমিহারা’ ইত্যাদি পদ লেখ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ‘ভূমি’ শব্দটির তদ্ভব রূপ ‘ভুঁই’এর প্রচলন কথ্য ভাষায় অজস্র। ভুঁইমালী নামের বিশেষ পদবীধারি জাতিরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ‘ভুঁই’ শব্দের সঙ্গে অন্য কোনো শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে ভুঁইকুমড়ো, ভুঁইচাপা ইত্যাদি। অর্থাৎ ‘ভূমি’ নামক স্ত্রীলিঙ্গাত্মক শব্দটি ব্যবহারের প্রসারের নিরিখে লিঙ্গপরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। ভূমির অধিকার যেহেতু পুরুষতন্ত্রের হাতের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, তাই ভূমি শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ‘ভূমিক’ শব্দটি ভূমির অধিকারী অর্থে অল্পবিস্তর প্রচলিত থাকলেও তার স্ত্রীলিঙ্গাত্মক রূপ ‘ভূমিকা’ শব্দটি ভূমির অধিকারিণী অর্থে প্রচলনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে। তার পরিবর্তে ‘ভূমিকা’ শব্দটি অন্য কয়েকটি অর্থেই বহুপ্রচলিত হয়েছে।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যসূত্র:

১। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ২য় খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য আকাদেমি, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, নিউ দিল্লি, পৃ. ১৬৯০

২। 'বারো ভূঁইয়ার ইতিকথা', বারিদবরণ ঘোষ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৭

৩। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত', শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৬৯

৪। 'ডায়ালেকটিকস অফ ল্যান্ড ইকনমিকস অফ ইন্ডিয়া', ভাষান্তর নীহাররঞ্জন বাগ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দীপায়ন, এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৯

৫। বিস্তারিতের জন্য দেখা যেতে পারে, 'গোল্ডেন বাউ', অনুবাদ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, জেমস জর্জ ফ্রেজার, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড, ফেব্রুআরি ২০১৬, ঢাকা

৬। 'বিশ্বকোষ' ত্রয়োদশ ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১০

৭। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৭, পৃ. ২০৪

৮। 'বিশ্বকোষ' ত্রয়োদশ ভাগ, তদেব, পৃ. ৫১২

৯। ওই

১০। ওই

১১। 'শাক্ত পদাবলী', শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৬৮

১২। বিস্তারিতের জন্য 'ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা', নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০২১, কলকাতা গ্রন্থের অন্তর্গত কৃষ্টি, কালচার ও সংস্কৃতি প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে

১৩। 'ডায়ালেকটিকস অফ ল্যান্ড ইকনমিকস অফ ইন্ডিয়া', ওই, পৃ. ২৬

১৪। 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', সুকুমারী ভট্টাচার্য, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, জানুআরি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৫

১৫। 'বিশ্বকোষ' ত্রয়োদশ ভাগ, ওই

© Santiniketan Sahityapath